Vol. 8 | No. 1 | 1964

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রথম যুগের বাংলা উপন্যাস

Volume	8
Issue	1
Year	1964
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	খোদেজা খাতুন
Published online	June 15, 1964
DOI	10.62328/sp.v8i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v8i1.7
Pages	180-197
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

প্রথম যুগের বাংলা উপন্যাস

খোদেজা খাতুন

হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের নিরিখে বিচার করলে বাংলা উপন্যাস হালের সৃষ্টি বলা যায়। ইওরোপীয় সংঘাত ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের উদ্বোধন ঘটে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ এই নবজাগরণেরই ফল। পশ্চিমের শিক্ষা সংস্কৃতি আচার আচরণের ঘুর্ণাবর্তে বাঙালীর জাতীয় জীবনে যে বিষময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'য়েছিল তারই অমৃতময় ফল — আধুনিক বাংলা সাহিত্য। পশ্চিমের সংস্পর্শেই এদেশে সাহিত্যিকরা পেয়েছে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। মানবতা-বোধই (Humanism) আধুনিক সাহিত্যের মৌল লক্ষণ। এই নবজাগরণের উদ্যোক্তা, নিয়ামক, ধারক ও বাহক ইওরোপীয় ও বাঙালী মনীষী-উভয়ই। কেরী, মার্শম্যান, উইল্‌কিন্‌স্, লঙ্ — ইত্যাদি বিদেশী পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বাংলা গদ্য সৃষ্টির উদ্যোগ করেন, — সেই সূত্রেই প্রথম যুগের গদ্য রচনায় বাঙালীর প্রথম হস্তক্ষেপ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এই প্রাথমিক গদ্যের সূতিকাগৃহ।

এদেশে ইওরোপীয়দের প্রতিষ্ঠার পর আমাদের সমাজে দু'টি বিভিন্ন মনোভাবাশ্রয়ী দলের উদ্ভব হয়েছিল ; — একদল পশ্চিমের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের অন্ধ অনুকরণে তৎপর হয়ে মদ্য-মাংসে, বিলাস-ব্যসনে আসক্ত হ'য়ে পড়ে ; আর একদল প্রাচীন গোঁড়ামিকে আশ্রয় করে — 'সনাতন পন্থাই শ্রেষ্ঠ' — এই মতবাদকে আঁকড়ে ধরতে সচেষ্ট হয়। ফলে সমাজে এক নতুন কৃত্রিম দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়। এই কৃত্রিম দৃষ্টিভঙ্গি বিস্ফোটকের মত সমাজ-দেহকে ক্লিষ্ট করতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকেন্দ্রিক গদ্য চর্চার বাইরে যে মনীষীরা গদ্য রচনায় ব্রতী হ'য়েছিলেন, তাঁরা সমাজের এইসব গলদকে

ব্যঙ্গ করতে লেখনী ধরেন। এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভবানীচরণ সংবাদপত্র পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়দশকে সংবাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা — ইত্যাদি পত্রিকার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক গদ্য রচয়িতা হিসাবেই তিনি খ্যাতনামা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন — "ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঙ্গালায় প্রথম গদ্য স্টাইলিস্ট অর্থাৎ শক্তিশালী পদ্ধতির প্রবর্তক বলিতে পারা যায়।"[১]

। নববাবুবিলাস।

সামাজিক বাস্তব চিত্র অংকনের প্রথম প্রয়াস আমরা ভবানীচরণের রচনায়ই লক্ষ্য করি। ভবানীচরণ "শ্রীপ্রমথনাথ শর্মণ" — এই ছদ্মনামে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে নববাবুবিলাস গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। ব্যঙ্গাত্মক বাস্তব-সমাজ চিত্রের প্রথম নিদর্শন হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নববাবুবিলাস বিশেষ স্মরণীয় এবং বাংলা উপন্যাসের জন্ম ইতিহাসে এই গ্রন্থখানির নাম উল্লেখ যোগ্য। কারণ নববাবুবিলাসেই সর্বপ্রথম উপন্যাসের অংকুর দেখা দিয়েছে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অনেকে তাঁকেই উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ মনে করেন। পূর্ববঙ্গ গীতিকায় কোন কোন কাহিনীতে কাব্যের আধারে উপন্যাসের বীজ নিহিত আছে, কিন্তু সামাজিক বাস্তব পরিবেশ সেখানে এতটা প্রকট নয়। সাহিত্য সমালোচকদের মতে কাব্যের নির্মোক পরিত্যক্ত উপন্যাসের প্রথম সূচনা নববাবুবিলাস। ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নববাবুবিলাসের রচয়িতা ভবানীচরণকে — "বাংলা কথা সাহিত্যের প্রথম প্রবর্তক" বলেছেন।[২] জীবেন্দ্র সিংহ রায় বলেছেন — তাঁর (ভবানীচরণের) লেখায় স্কেচ আছে, পোট্রেট নেই ; নক্সা আছে, ছবি নেই — তবু তা কথাসাহিত্য এবং তা'তে ঘরের কথাই ফুটে উঠেছে। সুতরাং প্যারীচাঁদ বাংলাদেশের ঘরের কথার প্রথম কথাকার, বাঙালীর সমকালীন জীবনের আদি রূপকার — বংকিমের এ মতে পুরো সত্য নেই।[৩] শ্রীকুমার বন্দ্যো পাধ্যায়ের মতে — "১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে

প্রকাশিত প্রমথনাথ শর্মার রচিত নববাবুবিলাস প্রথম উপন্যাসের গৌরব দাবি করে।''[৪]

উপন্যাস বলতে সাহিত্যের যে বিশেষ শিল্পকর্ম বোঝায় নববাবু বিলাস তা' নয়। উপন্যাসের কিছু উপাদান এ গ্রন্থে সর্ব প্রথম স্থান পেয়েছে, এই হিসেবে নববাবুবিলাসের মূল্য অনেক। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র (৪৫ পৃষ্ঠা সংবলিত), সমগ্র রচনা চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, পরিচ্ছেদের নাম যথাক্রমে অংকুর খণ্ড, পল্লব খণ্ড, কুসুম খণ্ড ও ফল খণ্ড। বিভক্ত পরিচ্ছেদগুলির নামকরণ বিশেষ অর্থপূর্ণ। নববাবুবিলাস পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয় ; তবে এতে বাস্তব ভিত্তিক চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস আছে ; চরিত্রগুলি পূর্ণাঙ্গ সার্থক রূপায়ণ নয়। বাবুর চরিত্র সে যুগের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। কলিকাতা শহর ও শহরাঞ্চলের নবদীক্ষিত সমাজের প্রতিভূ সে। কিন্তু সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নয়। বাবুর শিক্ষা থেকে পরবর্তী জীবনে চরম দুর্দশায় পতন পর্যন্ত বর্ণিত হ'য়েছে। অল্প কথায় বনিতা ও বারবনিতার পার্থক্য সূচিত হ'য়েছে। গ্রন্থে গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিই ব্যবহৃত হ'য়েছে, — তবে পদ্যে পুস্তকের সামান্য অংশই রচিত। গ্রন্থারম্ভ পদ্যে — শুধু বন্দনাটুকু (৭—৮ পৃঃ), তারপর পরে ভূমিকা করে কথারম্ভ হ'য়েছে। গ্রন্থের শেষে আবার কিছু অংশ পদ্যে লেখা। বাবুর সতীর বিলাপ (৩৯—৪০ পৃঃ), নববাবুর খেদ বর্ণনা ও জ্ঞান উপদেশ (৪৩—৪৫ পৃঃ) পদ্যে রচিত। ''জ্ঞান উপদেশ''ই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়। ৪৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী রচনার মাত্র সাড়ে ছয় পৃষ্ঠা পদ্যে রচিত অবশিষ্টাংশ গদ্য। নববাবুবিলাসের চরিত্রগুলি পূর্ণাঙ্গ নয় — 'স্কেচ মাত্র', — আবেগ-অনুভূতিশীল মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও তাদের অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাতপূর্ণ সর্বাঙ্গীন জীবনচিত্র বিচিত্র হয় নি ; — সুখ-দুখ-বেদনা-বিক্ষোভ মথিত মানব চরিত্রের সার্থক চিত্র — 'যা' — উপন্যাসের অপরিহার্য অঙ্গ, — তা' এতে নাই। তবুও উপন্যাসের উপাদানের প্রথম আবির্ভাব নববাবুবিলাসে ঘটেছে বলে ভবাণীচরণ উপন্যাসের প্রথম উদ্যোক্তার গৌরব দাবী করতে পারেন। বাংলা উপন্যাসের পটভূমিকা আলোচনায় নববাবুবিলাসের নাম বাদ দেওয়া যায় না কিছুতেই।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মতে চরিত্রাঙ্কণই উপন্যাসের প্রাণ ; নববাবুবিলাসের বাবু চরিত্রই চরিত্রসৃষ্টির দিকে প্রথম পদক্ষেপ ; সুতরাং উপন্যাস সৃষ্টির ইতিহাস

রচনায় প্রথমে নববাবুবিলাসের নাম উল্লেখ্য। 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা'য় "সমাজ" শীর্ষক অংশে কতকগুলি বাবুর উপাখ্যান সংকলিত হ'য়েছে। ১৮২১—২২ খ্রীস্টাব্দের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে এই চরিত্রকথাগুলি প্রকাশিত হ'য়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বলেন — "এগুলি খুব সম্ভব ভবানীচরণেরই রচনা।"[৫] শ্রীকুমারবাবুও বলেছেন — "সম্ভবতঃ ইনিই সমাচার দর্পণ-এ প্রকাশিত তিলচন্দ্রের জীবন কাহিনীর সংকলয়িতা।"[৬] ভবানীচরণের — কলিকাতা কমলালয়, দূতীবিলাস, নববিবি-বিলাস — ইত্যাদি গ্রন্থগুলিও তৎকালীন সমাজচিত্র।

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ

প্রাথমিক উপন্যাসের ইতিহাসে দ্বিতীয় গ্রন্থ হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্স বিরচিত "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ।" নববাবুবিলাসে উপন্যাসের বীজ নিহিত ছিল কিন্তু উক্ত গ্রন্থ উপন্যাস নয়। সুতরাং উপন্যাসের ইতিহাসের পর্যায়ে ফুলমণি ও করুণাকে দ্বিতীয় গ্রন্থ বললেও, এ গ্রন্থকে প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়াই বোধ হয় সমীচীন। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থখানি আবিষ্কার করে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য ও টীকাসহ পুনর্মুদ্রণ করে বিদগ্ধ সাহিত্যিক-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন। সম্পাদনাও নিখুঁত হ'য়েছে; অর্থাৎ মূল বইএর যেখানে যেমন ভাষা ও বানান লেখিকা ব্যবহার করেছেন — পুনর্মুদ্রণে সম্পাদক তার কোনরূপ পরিবর্তন করেননি। আলালের ঘরের দুলাল-এর ছয় বৎসর পূর্বে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে ফুলমণি ও করুণার বিবরণ প্রথম প্রকাশিত হয়। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ফুলমণি ও করুণার নতুন সংস্করণের প্রচ্ছদপত্রে বলেছেন — "আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত হইবার ছয় বৎসর পূর্বে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে এই উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। কাহিনীর মৌলিকতায়, ভাষার প্রাঞ্জলতায় এবং চরিত্র-চিত্রণের কুশলতায় ইংরেজ মহিলা বিরচিত এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।"[৭] প্রচ্ছদ পত্রের এই মন্তব্যটি সুবিবেচনাপ্রসূত। বহু ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও উপন্যাসের টেকনিক এ গ্রন্থে যতটা ফুটে উঠেছে, ইতিপূর্বের আর কোনও গ্রন্থে তা' হয়নি। সমকালীন বা পূর্ববর্তী অন্য কোনও গ্রন্থ কাহিনী রূপায়ণে, চরিত্রচিত্রণে বর্ণনা-

ভঙ্গির লালিত্যে এর সঙ্গে সমকক্ষতা করতে পারে না। সমাজচিত্রের দিক থেকে এর চাইতে মূল্যবান গ্রন্থ, সাবলীল ও যথাযথ ভাষাভঙ্গির রচনা হয়তো ছিল কিন্তু "উপন্যাস" নামে চিহ্নিত হ'তে পারে একমাত্র ফুলমণি ও করুণা ছাড়া এমন আর কোনও গ্রন্থ তখন ছিল না। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে — "লেখিকা চরিত্র সৃষ্টি, পরিবেশ সৃষ্টি এবং ভাষার সাবলীল প্রয়োগে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তার জন্য 'ফুলমণি ও করুণা' এখন থেকে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসাবে মর্যাদা লাভ করবে।"[৮]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নতুন সংস্করণের পরিচিতি লিখেছেন। পরিচিতিতে তিনি বলেছেন — বাংলা গদ্যের "প্রস্তুতিযুগের শেষভাগে যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গদ্য সাহিত্যের সাধনা করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি কৃতী সাধক নিঃসন্দেহ ভাবে অখ্যাত ও অজ্ঞাত লুপ্ত-নাম রহিয়া গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ রচয়িত্রী শ্রীমতী হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্স-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।"[৯] বিদগ্ধ সমাজের মুখপাত্র, ভাষাবিদ সুনীতিকুমার হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্সকে বাংলা ভাষায় গদ্য সাহিত্যের "কৃতী-সাধকের" গৌরব অর্পণ করেছেন। সাহিত্যসাধক হিসাবে হানা স্বীকৃতি পেয়েছেন। প্রথম ঔপন্যাসিকের মর্যাদা তাঁরই প্রাপ্য কিনা — এবিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু বলেননি। উদ্দেশ্যমূলক এই গ্রন্থটিতে হয়তো যথেষ্ট ত্রুটি বিচ্যুতি বিজ্ঞ পাঠকদের দৃষ্টি এড়ায় না। সার্থক উপন্যাসের কৃতিত্বের দাবি এর না থাকলেও ফুলমণি ও করুণাকে প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধায় ভূমিকায় বলেছেন — "বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ফুলমণি ও করুণার বিবরণ নানা কারণে বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে।..... কোনো ইউরোপীয় মহিলার এমন সুন্দর প্রাঞ্জল বাঙলা রচনার দৃষ্টান্ত আর আছে কিনা জানি না। শুধু ভাষার দিক থেকেও নয়, বিষয়বস্তুর মৌলিকতার জন্যও ফুলমণি ও করুণার দান অবশ্যই স্বীকৃতি লাভ করবে। প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলালকে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলা হ'য়ে থাকে, এর ছয় বৎসর পূর্বে ফুলমণি ও করুণা প্রকাশিত হ'য়েছে। এই কাহিনীর মধ্যে আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণ সুস্পষ্ট।"[১০] তিনি আরও বলেছেন — ... "অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন

তাঁর 'Western Influence in Bengali Literature' (1932) নামক গ্রন্থের ৩১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :— 'In this connection we may also mention ফুলমণি ও করুণার বিবরণ — an imaginary sketch of two Christian girls for the glorification of the Christian faith." "যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ সম্পাদিত ১৩২২ সালের সাহিত্য পঞ্জিকায় ফুলমণি ও করুণার বিবরণকে সুস্পষ্টরূপে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে ঘোষণা করা হ'য়েছে।"[১১]

এর পরেও সুদীর্ঘ এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত ফুলমণি ও করুণার বিবরণ কেন উপেক্ষিত হ'য়েছে এবং সাহিত্যিক ও পাঠক সমাজের কাছে এই প্রথম উপন্যাস এমনভাবে একেবারেই অজ্ঞাত ও অপরিচিত রয়ে গেছে তার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বহু তথ্য আবিষ্কার করেছেন ও বহু সুচিন্তিত যুক্তি দেখিয়েছেন। পাঠকদের অবগতির জন্য চিত্তরঞ্জনের সুবিবেচনা প্রসূত যুক্তিগুলি উদ্ধৃত করলাম : "শ্রীমতি ম্যালেন্স ··· লিখেছেন যে, দেশীয় খ্রীস্টান নারীদের নীতি শিক্ষা দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য।"— "লেখিকার এই উদ্দেশ্যের মধ্যেই উপেক্ষার কারণ পাওয়া যাবে। ফুলমণি ও করুণার পাত্র পাত্রীরা বাঙালী খ্রীস্টান ; কাহিনীর মধ্যে অনেকবার বাইবেলের গল্পও উদ্ধৃতি দেওয়া হ'য়েছে ; সর্বোপরি বইটি প্রকাশ করেছে 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি'। সুতরাং ফুলমণি ও করুণা যে মিশনারীদের খ্রীস্টধর্ম প্রচারেরই একটি অঙ্গ সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সে সময়ে বুদ্ধিজীবী হিন্দুরা মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোভাব পোষণ করত। তাই ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট সোসাইটির ছাপমারা ফুলমণি ও করুণা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।"[১২] "তাদের কোন ভাল কাজকেও গ্রহণ করবার মতো উদারতা সেই বিদ্বেষের পরিবেশে সম্ভব ছিল না।"[১৩]

দ্বিতীয়ত — "১৮৪৫ সালে মিশনারীদের সঙ্গে কলকাতার হিন্দু নাগরিকদের প্রবল বিরোধ দেখা দেয়। ফ্রি চার্চ ইনস্টিট্যুশানের কয়েকজন হিন্দু ছাত্রকে খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ নিয়ে এই বিরোধের সূত্রপাত হ'য়েছিল। এ সব ছাত্র ছিল কলকাতার বনেদী ঘরের ছেলে। মিশনারীদের হাত থেকে ছেলেদের মুক্ত

করবার জন্য আদালতের সাহায্য যখন পাওয়া গেল না, তখন পাড়ার হিন্দুরা দলবদ্ধ হ'য়ে জোর করে তাদের বাড়ী নিয়ে এল। পাদ্রীরা আদালতের লোকজন সঙ্গে করে নিয়ে গেল ছাত্রদের ফিরিয়ে আনতে, বেদম মার খেয়ে ফিয়ে আসতে হ'লো।"[১৪] "মিশনারীদের বিরুদ্ধে হিন্দুরা প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে বিতরণ করতে আরম্ভ করলো।"[১৫]

তৃতীয়ত — "নতুন সনদে (১৮১৪) ভারতে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের অধিকার দেবার পর থেকে মিশনারীদের মধ্যে ধীরে ধীরে আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখা দিল। এর ফলে হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিরোধ শুরু হ'তে দেরী হলো না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিরোধ যখন চরমে উঠেছে সেই সময়ে ফুলমণি ও করুণা প্রকাশিত হ'য়েছিল। এ বই খ্রীস্টান রমণীদের উদ্দেশ্যে রচিত; লেখিকা মিশনের কর্মী এবং প্রকাশক ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি। সুতরাং বাঙালী খ্রীস্টান ও মিশনারীদের নিকট এ বইএর যত মূল্যই থাক না কেন, হিন্দু পাঠকের নিকট অপাঙ্‌ক্তেয় হ'য়ে রইল।"[১৬] চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সব আলোচনা থেকে বোঝা যায় — কেন ফুলমণি ও করুণার বিবরণ তার প্রাপ্য সমাদর পায় নি। এই সকল বিশেষ বিশেষ কারণেই বইটি অবজ্ঞাত হ'য়েছিল — সন্দেহ নাই।

ফুলমণি ও করুণা পাঠে সতর্ক ও বিজ্ঞ পাঠক নিশ্চিতই অবহিত হ'বেন যে সে যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থখানি বিশেষত্বের দাবি করবার যোগ্যতা রাখে এবং অনুভব করবেন যে সত্য সত্যই কোন বিশেষ কারণেই এই মূল্যবান গ্রন্থখানি এতদিন এর উপযুক্ত সমাদর পায় নি, সে যে কারণেই হোক। বর্তমানে আশা করা যায় যে ফুলমণি ও করুণা সম্পর্কে এখন সাহিত্য রসিকরা তাঁদের উদার দৃষ্টি নিয়োজিত করতে দ্বিধা বোধ করবেন না।

এতকাল অজ্ঞাত থাকার পর চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ফুলমণি ও করুণা পুনর্মুদ্রিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিদ্বেষের পূর্ব-ইতিহাস পুনরালোচিত হওয়ার অবকাশ আর নাই। শতাব্দী পূর্বের সে সমাজের বহু পট পরিবর্তিত হ'য়ে বর্তমান সমাজের আবির্ভাব ঘটেছে। বিজ্ঞ সমালোচক, সুধী পাঠকসমাজ সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে এই বইটির মূল্য বিচারে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করা যায়। ইতিমধ্যেই বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের অনেকেই এই গ্রন্থটিকে

তাঁদের ইতিহাসের তালিকাভুক্ত করেছেন। এই গ্রন্থের মূল্যায়নকল্পে বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠযোগ্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য় বলেছেন — "সম্প্রতি পুনরাবিষ্কৃত, ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমতী হ্যানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্স কর্তৃক রচিত ফুলমণি ও করুণার বিবরণ নামক গ্রন্থটি কালের দিক দিয়া আলালের ঘরের দুলাল-এর অগ্রবর্তী। এই কালগত অগ্রাধিকারের বলে প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের গৌরব ইহারই প্রাপ্য হইতেছে।[১৭]

উদ্দেশ্যমূলক রচনা বলে উপন্যাস হিসাবে এর ত্রুটিগুলি গুরুতর। সৃষ্টিশীল ঔপন্যাসিক-উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিল্পীজনোচিত ভাবুকতা ও মনোভঙ্গির অভাব সাধারণ পাঠকদেরও পীড়া দেয়। অবশ্য সমকালে ও পরবর্তী সময়েও এইরূপ অভাবের নজির বাংলা রচনায় অনেক আছে। এই একদেশদর্শিতা সম্বন্ধে শ্রীকুমার বাবু বলেছেন — "তাঁহার জীবনচিত্র সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক ধর্মবোধের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপরতন্ত্র। তিনি কয়েকটি খ্রীস্টান পরিবারের আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা লইয়াই ব্যাপৃত; তাহাদের প্রতিবেশী বিরাট হিন্দু ও মুসলমান সমাজ তাঁহার মনোযোগের কণামাত্র আকর্ষণ করিতে পারে নাই। যেখানে বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস-ক্ষুব্ধ মহানদী তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত, সেখানে তিনি উহার মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র দ্বীপখণ্ডে নিজ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই খ্রীস্টান-সমাজ নিতান্ত প্রাণহীন, ধর্মের চাপে অভিভূত, বাইবেলের পাতা আওড়াইয়া জীবনের দুরন্ত আবেগকে শৃঙ্খলিত করে।"[১৮]

নিছক শিল্প সৃষ্টির তাগিদে লেখিকা লেখনী ধরেননি সুতরাং শিল্পীর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির, শিল্পচেতনার রসাবহ স্ফুর্তির স্বাক্ষর এ গ্রন্থে নাই। উদ্দেশ্যমূলক গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তিনি পরোক্ষে বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে কিছু দান করেছেন, সে দান যে উপেক্ষায় বর্জনীয় নয় — তা'তে সন্দেহের অবকাশ নাই।

উপন্যাসের মূল্যায়নে — গ্রন্থের কাহিনীবিন্যাস, চরিত্রাঙ্কণ ও ভাষানৈপুণ্যও বিচার্য। ফুলমণির কাহিনী রচনার ত্রুটি সাধারণ পাঠকের চোখেও ধরা পড়ে। লেখিকা উপন্যাস লিখতে বসেননি; মূল সংস্করণের নামপত্রে তিনি লিখেছেন—

"The history of Phulmani and Karuna,— A book for native christian women." "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত।"[১৯] নামপত্রের এই বিজ্ঞপ্তিতে লেখিকার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর দ্বিধা থাকে না; ফুলমণি ও করুণা নাম্নী দু'টি মেয়ের জীবনধারায় সুনীতি বনাম কুনীতির ফলাফল বিবৃত হ'য়েছে। বইখানি পড়্লে বোঝা যায় একদেশদর্শী সংকীর্ণ উদ্দেশ্যপ্রসূত হ'লেও এর সাহিত্যিক মূল্যও যথেষ্ট আছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কিছু করতে গিয়ে তিনি যে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে নিজ নাম যুক্ত করে যাবেন — এ অভিপ্রায় তাঁর ছিল না, সেই জন্যই কাহিনী বয়নের সৌকর্য বিধানের দিকে তাঁর কোন লক্ষ্য নাই। সমগ্র গ্রন্থব্যাপী ধর্মানুসরণের সুফল, ঘটনা ও চরিত্রের মারফতে বর্ণিত হ'য়েছে। মাঝে মাঝে এদেশীয় লোকের কুসংস্কার বর্ণনা করে খ্রীস্টানরা কিরূপ কুসংস্কার মুক্ত তা' দেখানো হ'য়েছে। ধার্মিক ও ধর্মভীরু চরিত্রগুলিই লেখিকার উদ্দিষ্ট প্রধান চরিত্র। এই সকল চরিত্র বর্ণহীন সুনীতির সমষ্টিমাত্র। ধর্মপ্রাণ চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলার জন্য লেখিকা কতকগুলি বিপরীতমুখী চরিত্রের অবতারণা করেছেন। এইসব অপ্রধান চরিত্র বরং কিছু কিছু বাস্তবগুণ মণ্ডিত হয়েছে। খ্রীস্ট ধর্মের শান্তিপ্রদ শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তা' সত্ত্বেও কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্র বেশ জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। অনায়াসে অল্প কথায় কয়েকটি চরিত্র নিখুঁত রূপরেখায় ব্যঞ্জিত হ'য়েছে।

ফুলমণি ও করুণার ভাষা মোটামুটি সহজবোধ্য, স্থানবিশেষে যথাযথ ও ত্রুটিবিহীন। ভাষা সহজবোধ্য হ'লেও — প্রাচীনতা ও দুর্বোধ্যতাও একেবারে অনুপস্থিত নয় এবং ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ ব্যবহারও মাঝে মাঝে দেখা যায়। গ্রন্থে পরধর্ম ও জাতীয়তার প্রতি সহৃদয়তার অভাব সুস্পষ্ট। শুধু সহৃদয়তার অভাব বললে কম বলা হয়; এই পরধর্ম অসহিষ্ণুতা ও সহানুভূতিহীন উদাসীনতা গ্রন্থখানির শিল্পমূল্য হ্রাস করেছে।

প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে সুবিদিত। এত-দিন তিনিই বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃত হ'য়ে আসছেন। কিন্তু সম্প্রতি ফুলমণি ও করুণার পুনরাবির্ভাবে প্রথম ঔপন্যাসিকের গৌরব হানা

ক্যাথেরীন ম্যালেন্সেরই প্রাপ্য বলে কথা উঠেছে। প্রথম উপন্যাসের গৌরব না পেলেও উপন্যাসের ইতিহাসে আলালের ঘরের দুলালের যে বিশেষ স্থান আছে, তা' অস্বীকার করবার হেতু নাই। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস না হ'লেও সমকালীন সমাজচিত্র ও ভাষা সম্পদে আলাল নিজ মূল্যে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান পাওয়ার দাবি রাখে। সমকালীন সাহিত্যিক ও পাঠকচিত্তে আলাল আপন নাম মুদ্রিত করেছিল, সুতরাং প্রথম উপন্যাসের গৌরবচ্যুত হ'লেও স্বমহিমায় আলাল চিরকাল ভাস্বর থাকবে। আলালের ঘরের দুলালে সে কালের সমাজ যথাযথভাবে চিত্রিত হ'য়েছে। আর একটি দিক দিয়ে আলাল প্রতিষ্ঠালাভ করেছে সেটা এর ভাষাবিন্যাস। ইতিপূর্বে কথ্যভাষা যে সাহিত্যের বাহন হওয়ার যোগ্য তা' কোন সাহিত্যিকই এমনভাবে ভেবে দেখেন নি। ভাষা ব্যবহারে বা বাণীভঙ্গিতে আলাল নতুন রীতি প্রবর্তন করেছে। সে রীতির ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু সে যুগে এ রীতি সত্যিই অভিনব ছিল।

আলালের ঘরের দুলাল

উপন্যাসের শিল্পরূপ ও আঙ্গিক বিচারে যে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় — তা' হ'লো — এর কাহিনী রচনা, চরিত্রসৃষ্টি ও বাণীভঙ্গি এবং এই সব দিক মিলিয়ে একটা সামগ্রিক রসরূপ পেলেই তা' সার্থক উপন্যাস হিসাবে গণ্য হ'তে পারে। আলালে এর সবই আছে কিন্তু সবদিক মিলিয়ে সামগ্রিক রসরূপ পায়নি এ গ্রন্থ। উপন্যাস বলতে যে বিশেষ "রূপকর্ম" বুঝায় আলালে সেই বিশিষ্ট রূপ ফুটে ওঠেনি। কাহিনী, চরিত্র ও প্রকাশভঙ্গি এর প্রত্যেক দিক থেকেই আলাল ত্রুটিপূর্ণ। আলালের কাহিনী সুবিন্যস্ত হয় নি। গাঢ়-সংবদ্ধ, সুসমঞ্জস হ'য়ে কাহিনীর রসরূপ গড়ে ওঠেনি। দু' একটি চরিত্র ছাড়া চরিত্রগুলি নিষ্প্রাণ। সৎসঙ্গের সুফল ও অসৎসঙ্গের কুফল বর্ণনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বলে, তাঁর গ্রন্থে সব মালমশ্‌লা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আলালের ঘরের দুলাল পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হ'তে পারে নি। তবে নববাবুবিলাসে সমাজই মুখ্য হ'য়ে উঠেছে কিন্তু তার তুলনায় আলালের অনেক চরিত্রই আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সার্থক উপন্যাস না হ'লেও আলালে উপন্যাসের লক্ষণগুলি ইতিপূর্বের অন্যান্য উপন্যাস অপেক্ষা স্পষ্টতর। শ্রীকুমার বাবু বলেছেন — "উপন্যাসের আদি সূচনা করুণা ও ফুলমণিতে হইলেও, উহার সার্থক পরিণতিসম্ভাবনাময় আরম্ভ আলাল-এ।"[২০]

আলাল সম্পর্কে জে. সি. ঘোষের মন্তব্যটিও মূল্যবান। তিনি বলেছেন — "He is the pioneer of the Novel rather than a good Novelist, and it would even be fair to call Alaler Gharer Dulal — a series of sketches rather than a Novel."[২১] এ মন্তব্য করবার সময়ে তিনি ফুলমণি ও করুণার বিবরণ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না, থাকলে হয়তো "pioneer" কথাটি নানাভাবে বিশেষিত হ'তো।

আলালে ভাষা ব্যবহারে প্যারীচাঁদ বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়েছেন ; এ সম্বন্ধে শ্রীকুমার বাবু বলেছেন— "কৃত্রিম সাহিত্যরীতি বর্জনে ও কথ্যভাষার সরস তীক্ষ্ণাগ্র প্রয়োগে আলালের বর্ণনা ও চরিত্রাঙ্কন আরও বাস্তবরস-সমৃদ্ধ হইয়াছে।"[২২] জে. সি. ঘোষও বলেছেন—"Tek Chand was a stout champion of the chalit-bhasha and wrote in a predominantly colloquil style."[২৩] কালিদাস রায় বলেছেন—"বর্তমান চল্‌তি বাংলা ভাষা টেকচাঁদের কাছে যতটা ঋণী, ততটা আর কাহারও কাছে নয়।..... এ ভাষায় বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা নাই। এ ভাষাকে মাজিয়া ঘষিয়া লওয়া হয় নাই। একেবারে যেন রেকর্ডে তোলা ভাষা।[২৪] — এই কারণেই আলালে যে বাস্তবচিত্র পাওয়া যায় সমকালীন কথাসাহিত্যে তা' দুর্লভ। বিদেশীয়দের আগমনে কলকাতার শহর ও শহরাঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের বহু লোক সমাগত হয় ; কলকাতার তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক-চরিত্র আলালে চিত্রিত হ'য়েছে ; টেকচাঁদ এদের প্রত্যেকের মুখে তাদের মুখের ভাষা হুবহু বসিয়েছেন, — এ গ্রন্থ যেন ভাষার মিউজিয়াম ; সংস্কৃত, ফারসী, ইংরেজী, আঞ্চলিক ও গ্রাম্যবাংলা — সকল রকম শব্দই এতে আছে। এই কারণেই আলালের বাস্তবতাগুণ এত বেশী। কালিদাস রায় বলেছেন — "বস্তুতান্ত্রিক কথা সাহিত্যের উৎসও আলাল,"[২৫] — মন্তব্যটি যথার্থ।

শ্রীকুমার বাবুর মতে প্যারীচাঁদের অন্যান্য গ্রন্থ — "মদ খাওয়া বড় দায়, অভেদী, আধ্যাত্মিকা, — প্রভৃতি অল্পবিস্তর উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত ; তাহারা সম্পূর্ণ উপন্যাস নয়।"[২৬]

অঙ্গুরীয় বিনিময়

প্রস্তুতিযুগের উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনায় আর একখানি উপন্যাসের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; তা' হচ্ছে ভূদেবের "অঙ্গুরীয় বিনিময়।"

শিক্ষাব্রতী ভূদেবের জীবন লোকশিক্ষাপ্রচারে উৎসর্গীকৃত ছিল। সমকালীন সমাজে লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে কাজে নেমেছিলেন। লোকশিক্ষায় আত্মমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে "অঙ্গুরীয় বিনিময়" রচনা বিস্ময়ের ব্যাপার। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থক অগ্রদূত। ভূদেবই বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্রের আবির্ভাবের পথ তৈরী করেন; ভূদেবেরই উত্তরসাধক বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্র। কালিদাস রায়ের মতে — "এই রচনার সাহিত্যিক মূল্য যাহাই হউক, বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার দীক্ষা ইহা হইতেই সঞ্চারিত।[২৭] উপন্যাস হিসাবে অঙ্গুরীয় বিনিময় কতখানি সার্থক হ'য়েছে সে বিচারে না নেমেও একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রেরণা জুগিয়ে পরবর্তী উপন্যাসিকদের যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে — এটাই ভূদেবের গ্রন্থের অমূল্য অবদান। স্বল্পতম কথায় ভূদেব চৌধুরী উপন্যাসে প্রস্তুতি পর্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "ভূদেবের বিচার-সম সশ্রদ্ধ জীবন-চেতনা এবং প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম) প্রভৃতির বিচার-তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গ-কষা-তপ্ত মহান জীবন-বোধ ক্রম-পরিণত হ'য়ে বঙ্কিমের হাতে অখণ্ড উপন্যাস কলার জন্ম সম্ভাবিত করেছিল। ... ... অঙ্কুরোদ্গমের মৌল সূত্রটি ধারণ করে রেখেছেন ভবানীচরণ।"[২৮] "ফুলমণি ও করুণার" উল্লেখ করলে মন্তব্যটি ত্রুটিবিহীন হ'তো।

অঙ্গুরীয় বিনিময় সম্বন্ধে জীবেন্দ্রসিংহ রায় বলেছেন — "এই কাহিনীতে আওরংজেবের কন্যা বন্দিনী রোসিনারার সঙ্গে শিবাজীর প্রণয় কাহিনী আমাদের অনিবার্য ভাবেই বঙ্কিমের 'দুর্গেশ নন্দিনীর' কথা স্মরণ করিয়ে দেয় — উভয় গল্পের আরম্ভ ও অঙ্গুরীয় বিনিময়ের কথাতেও আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। আসল কথা, বঙ্কিমেরও আগে ভূদেবই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বাদ ও সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছেন বাঙালা সাহিত্যে।"[২৯]

ডক্টর বিজিতকুমার দত্তও এই মতের পরিপোষক। তিনি বলেন — "ভূদেব কেবল যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম সার্থক রচনাকার তাই নন, তিনি বাংলা উপন্যাস রচনারও পথিকৃৎ।"[৩০]

উপন্যাসের আরম্ভ ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাস ও বঙ্কিমের দুর্গেশ-নন্দিনীতে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। পাঠকদের অবগতির জন্য উভয় উপন্যাস থেকে প্রারম্ভিক কিয়দংশ উদ্ধৃত করলাম: "একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গন্ধার দেশে নির্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দীনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া খরতর কিরণ নিকর বিস্তারদ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশ্রমে কাতর হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জুমুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্তী নির্ঝরতীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুত রসের আস্পদ হইয়া আছে।[৩১]

"৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল-গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে হইতেই সূর্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল।"[৩২] প্রথম সার্থক উপন্যাসের সঙ্গে সাদৃশ্যের এই পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টই বোঝা যায় ভূদেবের আঙ্গুরীয় বিনিময় উপন্যাসের অগ্রদূত হিসাবে বিশেষ গৌরবের আসনে সমাসীন।

লোকশিক্ষা প্রচারের জন্য ভূদেব নানা উপায় অবলম্বন করেন। সাময়িক পত্রিকা মারফতে, গ্রন্থ রচনা করে ও স্কুল স্থাপন দ্বারা তিনি লোকশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। অঙ্গুরীয় বিনিময়ও যে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত একথা তিনি এ গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন: "গল্পচ্ছলে যাহাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের

উদ্দেশ্য।"[৩৩] গল্পচ্ছলে ইতিহাস শিক্ষা দিতে গিয়েও ভূদেব এমন সরস একখানি উপন্যাস রচনা করে গিয়েছেন এবং তা'তে তাঁর নিজস্ব শিল্পবোধের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল লোক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট। তাই শিল্পসৃষ্টি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি ;— তা' পারলে হয়তো বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে তাঁর স্থান অন্যরূপ হ'তো। উপন্যাস রচনার কালবিচারেও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' আলালের কিছু পূর্বে রচিত ; 'আলাল' সামাজিক চিত্র, তৎকালীন সমাজ ও সামাজিক মানুষকে আমরা এখানে পাই ; অঙ্গুরীয় বিনিময়ে ইতিহাস বর্ণিত মানুষকে পাই, তবুও অঙ্গুরীয় বিনিময় ইতিহাস নয় — উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্গুরীয় বিনিময় সম্পর্কে বলেছেন — "ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাব ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭) দ্বারা নিশ্চিতভাবে সূচিত হইয়াছে।··· অঙ্গুরীয় বিনিময় ঐতিহাসিক উপন্যাস জাতীয় রচনার সাধারণ আঙ্গিক ও মূলসুর প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী তাহা নিঃসন্দেহে দাবি করা যাইতে পারে।"[৩৪]

ভূদেবের অঙ্গুরীয় বিনিময়ের ভাষা তাঁর পূর্বসূরীদের ভাষার তুলনায় সাবলীল। সংস্কৃতানুসারী ভাষা সাধারণত ঋজুতাবর্জিত ও নীরস হ'য়ে থাকে ; কিন্তু অঙ্গুরীয় বিনিময়ের ভাষা এদিক থেকে বিচার করলে বিশেষ প্রশংসনীয় বলতে হবে। এ গ্রন্থের বর্ণনার ভাষা যথাযথ, সরল, বলিষ্ঠ ও 'সুখপাঠ্য'। ভাবাবেগ প্রকাশক্ষম বাণীভঙ্গির অধিকারী ছিলেন ভূদেব। তাঁর ভাষা সম্পর্কে জীবেন্দ্রসিংহ রায় যথেষ্ট প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন — "তাঁর ভাষা সকলেরই প্রিয় হওয়া উচিত। গদ্যে উচ্ছ্বাস একটি ত্রুটি, সে ত্রুটি থেকে তাঁর গদ্য মুক্ত। সংস্কৃত উপাদানের প্রাচুর্য ভাষায় অনেক সময় জড়তা আনে। কিন্তু ভূদেবের লেখায় কিছুমাত্র জড়তা নেই। তিনি যা' বলতে চেয়েছেন, তা' স্পষ্ট করে বলতে পেরেছেন, — ভাষা ভাবের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়নি।... ঐতিহাসিক উপন্যাসে ভাবাবেগের প্রশ্রয়ে শব্দৈশ্বর্য ও রসব্যঞ্জনা আমদানী হয়েছে — বাক্যবিন্যাস বেশ সুখপাঠ্য হ'য়ে উঠেছে।"[৩৫]

ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই শব্দৈশ্বর্য ও তার রসব্যঞ্জনা ইতিপূর্বের উপন্যাসে এমন কি যে কোন গদ্য রচনায়ও দুর্লভ।

প্রস্তুতি যুগের উপন্যাসগুলির আপেক্ষিক মূল্যায়ন দুরূহ ব্যাপার। কারণ সে যুগে রচিত গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণে দু'টি দিক বিবেচনা করতে হয়, প্রথমত গ্রন্থের সত্যমূল্য (Real value), দ্বিতীয়ত তার স্থানিক বা ঐতিহাসিক মূল্য (Local value বা Historic value)। তারপরেও, উপন্যাসের নির্দিষ্ট কোন নেতিবাচক সংজ্ঞা এখনও সুষ্ঠুভাবে নিরূপিত হয়নি — যার নিরিখে প্রস্তুতি যুগের উপন্যাস নামে চিহ্নিত প্রত্যেকটি গ্রন্থের সঠিক মূল্য নির্ধারিত হ'তে পারে। সে যাই হোক উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে — 'নববাবুবিলাস', 'ফুলমণি ও করুণার বিররণ', 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' ও 'আলালের ঘরের দুলাল' — প্রত্যেকটিরই ভূমিকা যে নগণ্য নয়, — এ কথা অবশ্যস্বীকার্য।

অঙ্গুরীয় বিনিময়ের মূল্যায়নের ব্যাপারে গ্রন্থখানির আরও গবেষণামূলক আলোচনার অবসর আছে। ডক্টর বিজিতকুমারের — "তিনি (ভূদেব) বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ" —[৩৬] উক্তিটি প্রস্তুতি যুগের বাংলা উপন্যাসের কালানুক্রমিক ইতিহাস আলোচনায় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অঙ্গুরীয় বিনিময় পাঠে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে উপন্যাসের (শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাসেরই নয়) পথিকৃৎ হিসাবে অনেকটা কৃতিত্বের গৌরব এই গ্রন্থকারেরই প্রাপ্য। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার অগ্রদূত ভূদেবই। কিন্তু তাঁকেই শুধু উপন্যাসের একক পথিকৃৎ বলা চলে না; বললে "ফুলমণি ও করুণার বিবরণে"র প্রতি সুবিচার প্রদর্শিত হয় না।

উপন্যাস সাহিত্যের এই পটভূমিকায় বঙ্কিমের পূর্ণাঙ্গ সার্থক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাব ঘটে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে এবং উপন্যাসের প্রস্তুতি পর্বের অবসান সূচিত হয়।

॥ নির্দেশিকা ॥

১. "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" — চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নতুন সংস্করণ (পরিচিতি) পৃঃ—৶০

২. "সাহিত্য সাধক চরিতমালা" — ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, 'ভবানীচরণ' পরিচ্ছেদ. ৪র্থ সংস্করণ, ৬ পৃষ্ঠা।

৩. "সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ" — ১ম পর্ব জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পৌষ সংস্করণ ১৩৬৬ সাল ১৮৮ পৃষ্ঠা।

৪. "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৬৯, ২২ পৃষ্ঠা।

৫. "সাহিত্য সাধক চরিতমালা" — ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, 'ভবানীচরণ' পরিচ্ছেদ, ৪র্থ সংস্করণ ২৩ পৃঃ।

৬. "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ১৩৬৯ সাল, ২২ পৃঃ।

৭. "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" — চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নতুন সংস্করণ, প্রচ্ছদপত্র।

৮. "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ"—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নতুন সংস্করণ, ॥৶০ পঃ।

৯. ঐ ... ... ।০ পঃ।

১০. ঐ ... ... ॥৶০ পঃ।

১১. ঐ ... ... — পৃঃ ॥০

১২. ঐ ... ... পৃঃ ॥৵০

১৩. ঐ ... ... পৃঃ ॥৶০

১৪. ঐ ... ... পঃ ॥৶০—৸০

১৫. ঐ ... ... পঃ ৸০

১৬. ঐ ... ... পৃঃ ৸৶০

১৭. "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ১৩৬৯ সাল, ২৫ পৃষ্ঠা।

১৮. "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ১৩৬৯ সাল ২৬ পৃঃ।

১৯. "ফুলমনি ও করুণার বিবরণ" চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নতুন সংস্করণ, ভূমিকার পর মূল সংস্করণের নাম পত্রের নকল, ৩/০ পৃঃ।

২০. "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা," শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ১৩৬৯ সাল ২৭ পৃঃ।

২১. "Bengali Literature," — J. C. Ghosh, 1948 Edition.

২২. "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা," শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৬৯ সাল ২৮ পৃঃ।

২৩. "Bengali Literaiure," J. C. Ghosh, 1948 Edition, —

২৪. "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়" কালিদাস রায়, প্রথম খণ্ড, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বৈশাখ, ১৩৬৪, ৫৩ পৃঃ।

২৫. ঐ ... ... — ৫৪ পৃঃ।

২৬. "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা," শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ১৩৬৯ সাল ২৮ পৃঃ।

২৭. "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়" প্রথম খণ্ড, কালিদাস রায়, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ৬১ পৃঃ

২৮. "বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় পর্যায়) ভূদেব চৌধুরী, ২য় সংস্করণ ১৩৭০, ৩৬২ পৃঃ।

২৯. "সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ" (১ম পর্ব), জীবেন্দ্র সিংহ রায়, ১৩৬৬ পৌষ সংস্করণ ১৮০ পৃঃ।

৩০. "বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস," ডঃ বিজিত কুমার দত্ত, ৪৮ পৃঃ। (১ম সংস্করণ)

৩১. ভূদেব রচনা সম্ভার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৬৪, ২৫৯ পৃঃ।

৩২. "দুর্গেশনন্দিনী" বঙ্কিম রচনাবলী ১ম খণ্ড (সমগ্র উপন্যাস) সাহিত্য সংসদ ৩য় প্রকাশ। ৫৩ পৃঃ।

৩৩. 'ভূদেব রচনা সম্ভার,' ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ ; ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা ২৫৮ পৃঃ।

৩৪. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ১৩৬৯, ৩৫ পৃঃ।

৩৫. সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, ১ম পর্ব, জীবেন্দ্রসিংহ রায়, ১৩৬৬ পৌষ সংস্করণ ১৮১ পৃঃ।

৩৬. "বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস." ডঃ বিজিত কুমার দত্ত, ৪৮ পৃঃ (১ম সংস্করণ)

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. নববাবুবিলাস — ভবানীচরণ, প্রকাশক — সজনীকান্ত দাস, ১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ সংস্করণ।

২. ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, — হানা ক্যাথারীণ ম্যলেন্স, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নতুন সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৫।

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ) মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ, জুন ১৯৫৬।

৪. সাহিত্য সাধক চরিতমালা ১ম খণ্ড ও ৪র্থ খণ্ড, ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য পরিষৎ পরিবর্ধিত চতুর্থ মুদ্রণ পৌষ ১৩৫৩ সাল।

৫. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, — ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১ম খণ্ড (১৮১৮—১৮৩০) ২য় সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৪৪ (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ)

৬. সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ (১ম পর্ব), জীবেন্দ্র সিংহ রায়, ১ম সংস্করণ।

৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দ্বিতীয় পর্যায়, ভূদেব চৌধুরী, দ্বিতীয় সংস্করণ।

৮. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ।

৯. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যার, ১ম সংস্করণ ১৯৫৯।

১০. **Bengali Literature, J. C. Ghosh, 1948 Edition.**

১১. বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, ডক্টর বিজিত কুমার দত্ত, ১ম সংস্করণ।

১২. বাংলা সাহিত্যে গদ্য — সুকুমার সেন।

১৩. বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় (১ম খণ্ড) কালিদাস রায়, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৪।

১৪. বাংলা গদ্যের চারযুগ, ডাঃ মনোমোহন ঘোষ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯।

১৫. ভূদেব রচনাসম্ভার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ।

১৬. আলালের ঘরের দুলাল, প্যারীচাঁদ মিত্র, সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী সিরিজ।

১৭. উপন্যাসের কথা, দেবীপদ ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৮।